মানবজমিন

সোমবার, ২২ অক্টোবর ২০১২

পানির হিস্যা নিয়ে ভারতকে বোঝাতে দিল্লিতে বাংলাদেশী নদী বিশেষজ্ঞ

কলকাতা প্রতিনিধি: বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন নদীর পানির হিস্যার জট ছাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না বহু আলোচনাতেও। তবে এবার ভারতকে বোঝাতে দিল্লি এসেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আইনুন নিশাত। অবশ্য নিশাত জানিয়েছেন, সরকারি স্তরে কোনও আলোচনার জন্য তিনি আসেননি। শুধুমাত্র একজন নদী বিশেষজ্ঞ হিসেবে ভারত সরকারকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন মাত্র। দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের আবহকে প্রসারিত করতে নদীর পানি বণ্টন সমস্যা মিটিয়ে ফেলা যে জরুরি সে কথাটাই বোঝাচ্ছেন বাংলাদেশী নদীবিশেষজ্ঞ নিশাত। আর এটা মেটানো যে কোনও কঠিন কাজ নয় সেটা নিয়েই তিনি কথা বলেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সলমন খুরশিদ, জয়রাম রমেশ, এমনকি ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যসভার নেতা অরুণ জেটলির মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে। কথা হয়েছে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গেও। তিনি সকলকে এটা কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, ভাগাভাগির চুলোচুলির আগে দরকার সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করা এবং নদী শাসন প্রযুক্তিতে কাজে লাগানো। সাংবাদিকদের নিশাত জানিয়েছেন, তিস্তা নদীতে পানির অভাব বলেই দু'দেশকে চুক্তি করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের এ নদী বিশেষজ্ঞ জানান, ভারতের পানির চাহিদা যেখানে ১৬ হাজার কিউসেক সেখানে বাংলাদেশের চাহিদা ৮ থেকে ১০ হাজার কিউসেক। এর বেশি পানি কেউ নিতে পারবে না। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পানির কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা হলো, নভেম্বর-ডিসেম্বরে বৃষ্টির পানি পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে জানুয়ারি মাসে নদীতে পানির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে মাত্র ৬ হাজার কিউসেক। এটাই মূল সমস্যা। তবে তিনি মনে করেন, তিস্তার পানির উৎস থেকেই নদীশাসন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পানির সুষম বণ্টন করা সম্ভব। এ পদ্ধতির মাধ্যমে নদীর গতিপথও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। নিশাত অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তার এই দিল্লি সফরের সঙ্গে তিস্তা চুক্তির কোনও সম্পর্ক নেই।